বুধবার, ২১ কার্তিক, ১৪২৪
বর্ষ : ৬, সংখ্যা : ৯৩

আমেরিকায় বন্দুকবাজের হামলা চলছেই, চাই আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণে আইন

মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে আমেরিকায় টেক্সাসে এক গির্জায় বন্দুকবাজ হামলা চালিয়েছে এই ঘটনা ফের যথেষ্ট উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার। বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে মার্কিন প্রশাসন উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে, এটাই প্রত্যাশিত। রবিবার স্থানীয় সময় বেলা ১১-২০ মিনিট নাগাদ দক্ষিণ টেক্সাস গির্জায় এক বন্দুকবাজ অতর্কিতে ঢুকে বেপরোয়া গুলি ছুড়তে থাকে। সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুসারে এই হামলায় এ পর্যন্ত ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, আহতের সংখ্যা ২৫৷ হামলার সময়ে বহু মহিলা শিশুসহ গির্জায় প্রার্থনায় মগ্ন ছিলেন। হামলাকারী কেন এভাবে গুলি চালাল তা নিয়ে দু'রকম মত রয়েছে। বন্দুকবাজের নাম ডেভিন প্যাট্রিক কেলি। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এয়ারফোর্সে ছিলেন। ২০১২ সালে স্ত্রী ও নিজের সন্তানকে হেনস্থা করার অভিযোগে তার কোর্ট-মার্শাল হয়। দু'বছর পর তিনি মুক্ত হন। গুলি চালনার ঘটনাটি ঘটেছিল সুদারল্যান্ড স্প্রি স্প্রঙের ফাস্ট ব্যাপাটিস্ট গির্জায়। গির্জাটির ভেতরে তখন প্রার্থনা চলছিল। হামলার সময়ে স্থানীয় একজন বন্দুকবাজকে নিরস্ত্র করতে নিজের বন্দুক থেকে গুলি চালান। হামলাকারী সে সময়ে নিজের অ্যাসল্ট রাইফেল ফেলে দাঁড়িয়ে থাকা এক গাড়িতে উঠে পালান। কিন্তু গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। পরে পুলিশসূত্রে এই তথ্য জানা যায়।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প টেক্সাসের ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি মৃতদের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ওই বন্দুকবাজের কাজকে কাপুরুষোচিত বলেছেন। কিন্তু মার্কিন মুলুকে গত কয়েক মাসের মধ্যে যেভাবে বন্দুকবাজের গুলিতে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে অস্ত্র আইন নিয়ন্ত্রণের দাবিকে তিনি সমর্থন করেননি। বলেছেন, এর প্রয়োজন নেই, তবে মার্কিন প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে যাতে এমন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়। পাশাপাশি টেক্সাসের ঘটনার নিন্দা করেছেন আমেরিকা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামাও।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

“যার উচ্চ বোধ আছে, তার নীচু বোধ আছে। জ্ঞানের পর, উপর নীচে এক বোধ হয়।”

প্রহ্লাদের যখন তত্ত্বজ্ঞান হ'ত, ‘সোহহং’ হয়ে থাকতেন। যখন দেহবুদ্ধি আস্‌ত ‘দাসোহহম’ ‘আমি তোমার দাস,’ এই ভাব আসত।”

“হনুমানেরও কখনও ‘সোহহম’, কখন ‘দাস আমি’, কখন ‘আমি তোমার অংশ’, এই ভাব আস্‌ত।”

“কেন ভক্তি নিয়ে থাকা?—তা না হ'লে মানুষ কি নিয়ে থাকে! কি নিয়ে দিন কাটায়।”

“‘আমি’ তো যাবার নয়, ‘আমি’ ঘট থাকতে সোহহং হয় না। সমাধিস্থ হলে ‘আমি’ পুছে যায়, —তখন তা আছে তাই। রামপ্রসাদ বলে,তার পর আমি ভাল কি তুমি ভালো, তা তুমিই জান্‌বে।”

“যতক্ষণ ‘আমি’ রয়েছে ততক্ষণ ভক্তের মত থাকাই ভাল! ‘আমি ভগ্‌বান’ এটি ভাল না। হে জীব ভক্তবৎ ন চ কৃষ্ণবৎ!—তবে যদি নিজে টেনে লন, তবে আলাদা কথা। যেমন মনিব চাকরকে ভালবেসে বল্‌ছে, আয় আয় কাছে বোস আমিও যা তুইও তা।”

“গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউয়ের গঙ্গা হয় না!” “**শিবের দুই অবস্থা**। যখন আত্মারাম তখন সোহহং অবস্থা, —যোগেতে সব স্থির! যখন ‘আমি একটি আলাদা বোধ থাকে তখন ‘রাম!’ ‘রাম!’ করে নৃত্য।”

“যাঁর অটল আছে, তাঁর টলও আছে।” “এই তুমি স্থির। আবার তুমিই কিছুক্ষণ পরে কাজ করবে।”

“জ্ঞান আর ভক্তি একই জিনিস--তবে একজন বলছে ‘জল’, আর একজন ‘জলের খানিকটা চাপ’।”

দিনপঞ্জিকা

২১ কার্ত্তিক, ভাঃ ১৭ কার্ত্তিক, **৮ নভেম্বর,** ২১ কাতি, সংবৎ ৫ মার্গশীর্ষ বদি,১৮ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫০, সূর্য্যাস্তি ঘ ৪।৫৩। **বুধবার,** পঞ্চমী রাত্রি ঘ ১২।১৪মিঃ। আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৫৭মিঃ। সিদ্ধযোগ রাত্রি ঘ ৬।৭মিঃ। কৌলবকরণ, দিবা ঘ ১।২৫ গতে তৈতিলকরণ, রাত্রি ঘ ১২।১৪গতে গরকরণ। **জন্মে**—মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ঘ ৮।৫৭ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। **মৃতে**-দোষ নাই, রাত্রি ঘ ৮।৫৭ গতে দ্বিপাদদোষ। **কালবেলাদি** ঘ ৮।৩৬ গতে ৯।৫৮ মধ্যে ও ১১।২১ গতে ১২।৪৪ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ২।৩৬ গতে ৩।১৩ মধ্যে। **যাত্রা**—নাই, রাত্রি ঘ ৮।৫৭ গতে যাত্রা শুভ পূর্ব্বে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ঘ ১২।১৪ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**— নাই। **বিবিধ**—পঞ্চমীর একোদিষ্ট ও সপিন্ডন। **অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ৬।৩৮ মধ্যে ও ৭।২১ গতে ৮।৫ মধ্যে ও ১০।১৬ গতে ১২।২৭ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৫।৪১ গতে ৬।৩৩ মধ্যে ও ৮।১৮ গতে ৩।১৭ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**—দিবা ঘ ৬।৩৮ গতে ৭।২১ মধ্যে ও ১।১০ গতে ৩।২১ মধ্যে।.

মুসলিম পঞ্জিকা

২১ কার্ত্তিক, ভাঃ ১৭ কার্ত্তিক ৮ নভেম্বর, ২১ কাতি, ১৮ শফর। উঃ ঘ ৫।৫০, অঃ ঘ ৪।৫৩ বুধবার, পঞ্চ মী রাঃ ঘঃ ১২।১৪।

মাদককে ‘না’ বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

স্বচ্ছ ভারত ঃ লক্ষ্যপূরণ সুনিশ্চিত

পরমেশ্বরণ আইয়ার
শেষ পর্ব

ODF তকমাটা ধরে রাখা মোটেই সহজ কাজ নয়। রাজ্য, জেলা ও গ্রাম স্তরে অবিরত প্রচার চালিয়ে মানুষের নাগালে তথ্য পৌঁছে দিয়ে তাদের *ODF* তকমা ধরে রাখার প্রয়োজনীতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। *ODF* রেওয়াজটা যাতে বজায় থাকে তার জন্য কিছু কিছু সুযোগসুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থাপত্র চালু করা হয়েছে। যেমন, পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহের মতো কেন্দ্রীয় সাহায্য পরিপোষিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে *ODF* গ্রামগুলিকে বর্তমানে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যগুলির জন্য কেন্দ্রীয় পানীয় জল ও স্যানিটেশন মন্ত্রক *ODF* তকমার সুস্থায়িত্বের নীতিনির্দেশিকা জারি করেছে; এই তকমা ধরে রাখার পুরস্কারস্বরূপ মন্ত্রক সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জন্য আর্থিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাপত্রও রেখেছে। জেলাগুলির মধ্যে স্বচ্ছতার নিরিখে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি করতে স্বচ্ছতা দর্পণের আওতায় তাদের পর্যায়ক্রমিক স্থান চিহ্নিত করা হয়। এক্ষেত্রে মাপকাঠি ধরা হয় স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণে জেলাগুলির পারফরম্যান্স, সেই পারফরম্যান্স ধরে রাখা এবং কর্মসূচিটি কতখানি ইমানদারির সঙ্গে পরিচালনা করা হয়েছে।

কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সার্বিক পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতার প্রতি নজর দেওয়ায় তা আগেকার স্যানিটেশন কর্মসূচিগুলির সাপেক্ষে স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণকে এক তাৎপর্যপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বর্জ্য পদার্থকে বর্তমানে এক ধরনের সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। এবং সেই সম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে কঠিন ও তরল বর্জ্য পরিশোধনকে বর্তমানে নতুন নাম দেওয়া হয়েছে; একে এখন কঠিন ও তরল সম্পদ ব্যবস্থাপনা *(SLRM)* নামে উল্লেখ করা হচ্ছে। গ্রামে গ্রামে উল্লিখিত দু'ধরনের বর্জ্য পদার্থই সঠিক পদ্ধতিতে পরিশোধিত করে তা বিশেষ বিশেষ কাজে পুনঃব্যবহার করা হচ্ছে। প্রায় দেড় লক্ষেরও বেশি গ্রামে ইতোমধ্যেই এ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এইসব গ্রাম নিজেরাই ‘গ্রাম স্বচ্ছতা সূচক’ -এ নিজেদের স্থান নির্ধারণ করছে। ফলত, বর্তমানে তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নিরিখে কোন স্তরে রয়েছে আর কোন স্তরে ওঠাটা তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য; সে ব্যাপারে গ্রামগুলিতে নিজেদের কাজের খতিয়ানকে যাচাই করে দেখতে সাহায্য করে এই পদ্ধতি। *ODF* গ্রামগুলিতে যদি পর্যাপ্ত কঠিন ও তরল সম্পদ ব্যবস্থাপনার *(SLRM)* পরিসর গড়ে ওঠে, তবে এদেরকে *ODF* + খেতাব দেওয়া হচ্ছে।

মিশনে সকলের সমান দায়দায়িত্ব

একটি বিশেষ মন্ত্রক বা দপ্তরের একার দায়িত্ব নয়, স্যানিটেশন এ দেশের প্রতিটি মানুষের দায়, কাজেই দায়িত্বও নিতে হবে সবাইকেই; প্রধানমন্ত্রী সময় সময় বারংবারই এই আপ্ত বাক্য আউড়ে চলেছেন। এই দিশায় যেসব বড়োমাপের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হল, স্বচ্ছ ঐতিহ্যবাহী স্থান *(Swachh Iconic Place, SIP)* এবং স্বচ্ছ কর্মপরিকল্পনা *(Swachh Action Plan, SAP)* চালু করা। *SIP* উদ্যোগের আওতায় ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্বের নিরিখে সামনের সারিতে স্থান পাওয়ার যোগ্য ২০টি ঐতিহ্যবাহী জায়গাকে চিহ্নিত করেছে ইতোমধ্যেই। সেসব জায়গাকে পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতার নিরিখে *‘Islands of Excellence’* হিসাবে গড়ে তোলার কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। পরবর্তী পর্যায়ে এমন আরও ৮০টি জায়গাকে এই উদ্যোগের আওতায় নিয়ে আসা হবে। ভারত সরকারের সমস্ত মন্ত্রক ও বিভাগ/দপ্তর তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রের সাথে স্বচ্ছতা ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডকে যাতে যুক্ত করে, সেই অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে *SAP* ইতোমধ্যেই সফল হয়েছে। একাজের জন্য এসব মন্ত্রক, বিভাগ, দপ্তর তাদের চলতি অর্থ বছরের (২০১৭-'১৮) বাজেট থেকে মোট ১২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। স্বচ্ছ ভারত মিশন সম্ভবত এমন একমেবাদ্বিতীয়ম্ সরকারি কর্মসূচি যাকে রূপায়ণ করতে গোটা সরকারি মেশিনারিকেই কাে লাগানো হচ্ছে।

এমনকি বেসরকারি ক্ষেত্রও অনুপ্রাণিত হয়ে স্বচ্ছ ভারত মিশনে নিজেদের শামিল করতে এগিয়ে এসেছে। কেবলমাত্র দায়সারা ভাবে ‘কর্পোরেট জগতের সামাজিক দায়িত্ব’ (Corporate Social Responsibility,CRS)-এর আওতায় টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করাই নয়, এরা স্বচ্ছ ভারত মিশন রূপায়ণে সাহায্য করতে সরাসরি নিজেদের লোকবল ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সহায়কসম্পদকেও কাজে লাগাচ্ছে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে টাটা অছি(Tata Trust)।জেলা প্রশাসনের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রেখে দেশের একেকটি জেলায় কাজ করার জন্য এই সংস্থা ৬০০ জন তরুণ পেশাদার নিয়োগ করেছে। তাদের পারিশ্রমিক ও অন্যান্য খরচাপাতি পুরোটাই বহন করছে উল্লিখিত অছি পরিষদ। এদের কাজ হল নিজের দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলাটিকে ODF হিসাবে গড়ে তোলা এবং সেখানে যথোপযুক্ত কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনার বন্দোবস্ত করা। এই সব পেশাদারদের বলা হয় “জেলা স্বচ্ছ ভারত প্রেরক”। এরা স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ কর্মসূচী রূপায়ণের ক্ষেত্রে তারুণ্যের প্রাচুর্য ঢেলে দিয়েছে; সমস্ত রাজ্য সরকারই এই ব্যাপারটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

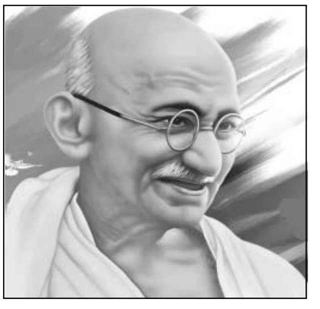

মিশন এক জনআন্দোলনে পরিণত

স্বচ্ছ ভারত মিশন ইতিমধ্যেই প্রায় তিনবছর অতিক্রম করে ফেলেছে। এই মুহূর্তে আমরা এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি, যদি নতুন কিছু ভাবনাচিন্তা যোগ করা হয়, এখান থেকেই মিশন এক ব্যাপক জনআন্দোলনের চেহারা নিতে পারে। প্রধানমন্ত্রী যে নতুন ভারত গঠনের জন্য জাতির উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়েছেন, তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে এদেশে স্বচ্ছতা বিপ্লবের সাথে সাধারণ মানুষকে জড়িত করতে ‘স্বচ্ছ ভারত মিশন গ্রামীণ’ কর্মসূচীতে একগুচ্ছ নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে প্রথমেই রয়েছে, স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ রূপায়ণ করতে গিয়ে প্রায়শই যে সমস্ত বড়োসড়ো চ্যালেঞ্জিং প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে, তার সমাধানকল্পে মানুষের কাছ থেকে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনাসূত্র জানতে চাওয়া হচ্ছে এর মাধ্যমে। শৌচাগার তৈরির পর তা ব্যবহার করা হচ্ছে কি না, হলেও কত শতাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে, গ্রামের ঘরে ঘরে অনাধিকার প্রবেশ না করেও নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে তা কীভাবে পরিমাপ সম্ভব, এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান মিলেছে এভাবে। মানুষের সাবেক স্বভাবে পরিবর্তন আনার নিরিখে ব্যাপক হারে সুফল পেতে প্রযুক্তি কীভাবে কতটা কী কাজে লাগানো যেতে পারে; প্রাকৃতিক দিক থেকে বিপজ্জনক ভূখণ্ডের উপযোগী বিশেষ ধরণের টয়লেটের নকশা প্রস্তুতি; স্কুলের শৌচালয় রক্ষণাবেক্ষণের উপর জোর দিতে প্রযুক্তিতে কীভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে; স্যানিটারি ন্যাপকিনের মতো বর্জ্য সুরক্ষিতভাবে বিনষ্ট করে ফেলতে প্রযুক্তিগত কী সমাধানসূত্র রয়েছে; মানুষের মলের মতো বর্জ্য পদার্থ কী প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুত পচিয়ে সারে পরিণত করা যায়; এরকম আরও বহু প্রশ্নের উপযুক্ত সমাধান সূত্র মিলেছে স্বচ্ছাথনের মারফত। গোটা দেশ থেকে ৩ হাজারেরও বেশি এন্ট্রি হয়েছে। এর মধ্যে থেকে এমন বেশ কিছু উদ্ভাবনামূলক আইডিয়ার সন্ধান মিলেছে যা স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণের লক্ষ্য পূরণে কাজে আসছে।

প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি “সংকল্প থেকে সিদ্ধি” নামক এক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, তা আমাদের সকলেরই জানা। এর থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ গোটা দেশজুড়ে চালু করেছে “স্বচ্ছ সংকল্প থেকে স্বচ্ছ সিদ্ধি” নামে সিনেমা, নিবন্ধ ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা। স্বচ্ছতাকে এক জন-আন্দোলনের রূপ দিতে এ এক বড়োমাপের পদক্ষেপ। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, সশস্ত্রবাহিনী, যুব সংগঠনের মতো বিভিন্ন জনসমষ্টি এবং বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেছে। নিবন্ধ লিখে বা ভিডিও রেকর্ডিং করে নিজস্ব অভিজ্ঞতা জানাচ্ছেন এরা; সঙ্গে যোগ করছেন স্বচ্ছতা নিয়ে তাদের নিজেদের কী পরিকল্পনা আছে। আশা করা হচ্ছে এভাবে স্বচ্ছ ভারতের উপর এক কোটিরও বেশি নিবন্ধ ও ৫০ হাজারের মতো ভিডিও জমা পড়বে। ফলত, লক্ষ লক্ষ নাগরিকের মধ্যে স্বচ্ছতা সম্পর্কে সচেতনতা আরও সংহত রূপ নেবে; স্বচ্ছ ভারত মিশন বিষয়ে জনসাধারণের উৎসাহ আরও বাড়বে। গত ২৭ আগস্ট আকাশবাণীতে প্রসারিত তাঁর ‘মন কী বাত’ অনুষ্ঠানে এমনই আরেকটি উদ্যোগ ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। গোটা দেশজুড়ে গণসচেতনতা জাগাতে এক সময় নির্দিষ্ট প্রচারাভিযানে অংশ নিতে জাতির উদ্দেশ্যে আবেদন রাখেন তিনি। তবে এই প্রচারাভিযানের অভিনবত্ব হল, ‘দুটি গর্ত (Two Pit) বিশিষ্ট শৌচালয়’ তৈরি, সার্বজনিক স্থানগুলি পরিচ্ছন্ন রাখা এবং অতি অবশ্যই ‘স্বচ্ছ ভারত মিশন’ বিষয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে অংশগ্রহণকারীরা ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর, এই সময় পর্বে শ্রমদান করেন। তিনি এই উদ্যোগের নাম দেন, ‘স্বচ্ছতাই সেবা’। সরকারি নেতৃত্ব, পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, গণসংগঠন, যুবশ্রেণি, সশস্ত্রবাহিনী, কর্পোরেট জগৎ এবং নাগরিকদের এই উদ্যোগে শামিল করেছে “কেন্দ্রীয় পানীয় জল ও স্যানিটেশন মন্ত্রক’। গত ১৫ সেপ্টেম্বর উত্তরপ্রদেশে এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এই পক্ষের সূচনা করেন। আর ২ অক্টোবর “স্বচ্ছা ভারত জাতীয় পুরস্কার” এবং “স্বচ্ছ সংকল্প থেকে স্বচ্ছ সিদ্ধি পুরস্কার” প্রদানের মাধ্যমে ২ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী এর পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন। নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে গোটা দেশজুড়েই ‘স্বচ্ছ ভারত মিশন’ ক্রমশ আরও মজবুত হয়ে উঠছে; মানুষকে উৎসাহিত করছে পরিবর্তনের এই সফরে তাদের নিজেদের ভূমিকাটুকু যথাযথভাবে পালনে। দেশের প্রতিটি মানুষই যে এই কল্পনার ভাগীদার সেই বোধ সবার মধ্যে চারিয়ে দিতে পেরেছে। স্বাধীনতার সত্তর বছর পেরিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর কল্পনার নির্মল ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তব রূপ নিতে চলেছে। ক্ষমতায় এসেই নির্দিষ্ট পাঁচ বছরের সময়সীমার মধ্যে দেশকে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজমুক্ত করতে জনসমক্ষে প্রকাশ্যে অঙ্গীকার করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী; যা কিনা সেসময় অপাতদৃষ্টিতে নিতান্তই অসম্ভব ঠেকেছিল। এটা ঠিকই যে সেই লক্ষ্য পূরণে আমাদের এখনও অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। তবে এযাবৎ কাজের যে পরিমাণ অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে যা মোটের উপর সন্তোষজনক। আগামী ১২ থেকে ১৫ মাস সময় পর্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ সক্রিয়ভাবে যোগ দেওয়ায় কাজের গতি আরও অনেকটাই বাড়বে বলে আশা করা যায়। কাজেই লক্ষ্য পূরণ সুনিশ্চিত।

সুলভ আবাস নির্মাণে সবুজপ্রযুক্তি ব্যবহার

যশকুমার শুক্ল
পর্ব ১

বেড়ে চলা জনসংখ্যা ও তার দোসর উল্কাগতিতে শহরায়ন। এ দুইয়ের সৌজন্যে দেশে আবাস ঘাটতি হয়েছে অনেকখানি। ২০১২-১৭ সময় পর্বে শহরাঞ্চলে বাড়ির অকুলান ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৮০ হাজার। আর গ্রামে ৪ কোটি ৩৯ লক্ষ বাড়ির অভাব (গয়াল,২০১৪;ন্যাশানাল বিল্ডিং অর্গানাইজেশন,২০১২)। শহরে বাড়ি ঘাটতির ৯৫ শতাংশ ভুগতে হয় নিম্ন আয়গোষ্ঠী (এলআইজি) ও অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বলতর শ্রেণির (ইউব্লিউএস) লোকজনকে। ঠিক সেভাবেই, গ্রামাঞ্চলে বাড়ির অভাবের ৯০ শতাংশের বেশি ভোগান্তি গরিবি রেখার নিচের (বিপিএল) বাসিন্দাদের। দেশের নীতি রচয়িতাদের কাছে তাই এসব মানুষের সঙ্গতির মধ্যে বাড়ির ব্যবস্থা করা আশু গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে (ন্যাশানাল হাউজিং ব্যাঙ্ক, ২০১৫)।

এলআইজি, ইউব্লিউএস ও বিপিএল মানুষদের কাছে তাদের সাধ্যের মধ্যে বাড়ির জোগান

দিতে, গত কয়েক দশকে, ভারত কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও শহরে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান স্তরে বহুবিধ নীতি গ্রহণ করেছে (সরকার, ধাবালিকার, আগওয়াল ও মরিস, ২০১৬)। হালে, বাড়ির এই টানাটানি ঘোচাতে সরকার হাত দিয়েছে বেশ কয়েকটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনায়। সবার জন্য আবাস (শহরাঞ্চল), শহর পুনরুজ্জীবন ও রূপান্তরের জন্য অটল মিশন (অম্রুত) ও স্মার্ট সিটি (ভারত সরকারের আবাসন ও নগর দারিদ্র দূরীকরণ মন্ত্রক, ২০১৫; ন্যাশানাল হাউজিং ব্যাঙ্ক,২০১৫)-এর অন্যতম। এসব পরিকল্পনায় তৈরি বাড়িগুলি দেশের বর্তমান পরিকাঠামো এবং সম্পদের উপর প্রচন্ড চাপ দেবে। ২০১৪-১৫ সালে, ভারতের বসতবাড়িতে খরচ হয়েছে মোট বিদ্যুতের ২৩ শতাংশ (কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়, ২০১৬)। হিসেবমাফিক, ২০৫০ সালের মধ্যে আবাসিক ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহার বাড়বে আট গুণের বেশি (শুক্ল, রাওয়াল ও শ্যাপ, ২০১৪)। সুতরাং, শক্তি, জল ও বস্তুগত সম্পদ কম ব্যবহারকারী বাড়ি বানানোটা অতি গুরুত্বপূর্ণ। ২০০১ সালে ভারতে চালু হয় শক্তি সংরক্ষণ আইন। এর ফলে এই প্রথম দেশে বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে শক্তি সংরক্ষণ বিধি বলবৎ হয়। এই বিধি সংশোধন করে পরে আরও কড়াকড়ি করা হয়েছে (শক্তি দক্ষতা কার্যালয়, ২০১৭)। জাতীয় আবাস বিধিতে একটা অধ্যায় যোগ করেছে ভারতীয় মানক সংস্থাও (ভারতীয় মানক সংস্থা, ২০১৬)। ঘরবাড়িতে আলো ও গরম জলের প্রয়োজনে সৌরশক্তিচালিত সাজসরঞ্জাম কিনতে মূলধন ভরতুকি দিয়েছে নতুন ও নবীকরণযোগ্য শক্তিমন্ত্রক। গ্রিন রেটিং কর্মসূচী আবাসন কমপ্লেক্সগুলিকে স্বেচ্ছায় শংসাপত্র নিতে উৎসাহ দেয়। এর পাশাপাশি দরকার, কম দামের বাড়িগুলিতে শক্তি-দক্ষ ও গ্রিন বা সবুজ প্রযুক্তি কাজে লাগাতে সমন্বিত নীতি প্রচেষ্টা।

নকশা তত্ত্ব

উন্নতমানের ঘরবাড়ি বাসিন্দাদের জীবনের মান বাড়ায় এবং ফলে উৎপাদনশীলতা ও সেই সঙ্গে আয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

ক্রমশ

সম্পাদক সমীপেষু

হাওড়া জেলার আর এক রত্নের নাম সূর্য চট্টোপাধ্যায়

হাওড়া জেলার কথা এলেই শিল্প নির্দেশক সূর্য চট্টোপাধ্যায়, এই মানুষটার কথা না বললে চলবে না। পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য হল বায়োস্কোপ। এই বায়োস্কোপ আমাদের মনোরঞ্জন দান করে। এখানে পরিচালক,প্রযোজক, নায়ক-নায়িকা,গীতিকার, -সুরকার, গায়ক-গায়িকার যেমন ভূমিকা থাকে,সেই বায়োস্কোপে একজন শিল্প নির্দেশকের ভূমিকাও থাকে। সেই ভূমিকায় পালন করে গেছেন শিল্প নির্দেশক সূর্য চট্টোপাধ্যায়। বাংলা সিনেমায় আজও এই মানুষটার কথা ওঠে আসে। বহু বাংলা ছবিতে তিনি শিল্প নির্দেশকের ভূমিকায় নিজেকে তুলে ধরেছিলেন। তার মধ্যে রয়েছে সঙ্গিনী (৭৪), বসন্ত বিলাপ (৭৩), জবান(৭২), দেবী চৌধুরানি (৭৪), কবি (৭৫), ছুটির ফাঁদে (৭৫), রাগ অনুরাগ (৭৫), অচেনা অতিথি (৭৩), প্রিয় বান্ধবী (৭৫), সন্ন্যাসী রাজা(৭৫),নিশি মৃগয়া (৭৫), বাঘবন্দী খেলা (৭৫), স্বীকারোক্তি (৭৬),বহ্নিশিখা (৭৬), রাজবংশ(৭৭), সব্যসাচী (৭৭), সিস্টার (৭৭), হাতে রইল তিন(৭৭), এছারাও তিনি বহু বাংলা ছবিতে শিল্প নির্দেশকের কাজ করে গেছেন। আজ আমরা যখন সেই সব বাংলা ছবিগুলো আবার দেখি, তখন এই মানুষটার নাম-পরিচয় লিপিতে দেখতে পায়। ব্যস এই খানেই শেষ হয়ে যায় গল্পটা, তার পরে আসলে তার আর কোনো পর নেই, তাই সূর্য চট্টোপাধ্যায়ের নামটাও আজ হারিয়ে গেছে। অথচ তিনি হাওড়া জেলার রত্ন ছিলেন, এই কথাটা কেও তেমন ভাবে প্রচারের আলোয় তুলে ধরতে এগিয়ে আসেন নি। হাওড়া জেলার একটি রাস্তার নাম উপেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী লেন, যা রয়েছে একেবারে নবান্নের পাশে এবং হওড়া পৌরনিগমের ৩৮নং ওয়ার্ডে ও ১৭৩ দক্ষিণ হাওড়া বিধান সভার অধিনে ১৩/১/১, উপেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী লেন হাওড়া-৩ পোষ্ট বি, গার্ডেনের অর্ন্তগত। সেখানেই তিনি বসবাস করে আসছেন। জানি না এখন তিনি কেমন আছেন, তবে এই মানুষটার কথা বোধ হয় আমাদের ভুলে যাওয়াটা ঠিক হবে না। একজন চলচিত্র জগতের মানুষ, তিনি অনেক কিছু উপহার দিয়ে গেছেন। আজ আমাদের আন্তরিকতা এমন জায়গায় এসে গেছে যে, আমরা এই মানুষটাকে অচেনা এক অতিথির মতো দূরে সরিয়ে রেখেছি। স্মরনে-বরনে কি একবারও তুলে ধরা যায় না।

-প্রবীর মিত্র, হাওড়া-৪

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য ‘আর্থিক লিপি’ কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বাদলেরবিরুদ্ধে নয়।............সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়